পাথর সাক্ষী

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের
নিবেদন

প্রস্তর স্বাক্ষর

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা * **সংগীত**

সলিল দত্ত * রবীন চ্যাটার্জী

কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রায়ণ : বিজয় ঘোষ
শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা :
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দানুলেখন : সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
অতিরিক্ত শব্দানুলেখন :
অতুল চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু অধিকারী
রূপসজ্জা : বসির আমেদ

গীত রচনা :
প্রণব রায়, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কণ্ঠ সঙ্গীতে :
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতী মুখোপাধ্যায়
সিপ্রা বসু
প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
স্থির-চিত্র : এড্না লরেঞ্জ
পরিস্ফুটন :
অবনী রায়, মোহন চট্টোপাধ্যায়
তারাপদ চৌধুরী

ব্যাবস্থাপনা : নিতাই সিংহ। পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। দৃশ্যসজ্জা : সুবোধ দাস।
আলোক সজ্জা : রমা ইলেকট্রিক্। আবহ-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।
প্রচার-অঙ্কনে : ডিজাইন নির্মল) ॥ এ, কে, কণসার্ণ ॥ পালিত ॥ গোরাচাঁদ রায়

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্ত্তী ॥ শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা ॥ চলচ্চিত্রায়ণে : পঙ্কজ দাস ॥ কানাই দাস ॥ মৃন্ময় রায় ॥ ক্ষেত্র বাউরী ॥ সম্পাদনা : রমেন ঘোষ ॥ জয়দেব দাস
শিল্প-নির্দেশনা : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ শব্দ গ্রহণে : বলরাম বারুই ॥ বাবাজী শ্যামল ॥ রবীন সেনগুপ্ত ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ সাজসজ্জা : কার্ত্তিক লঙ্কা ॥ ব্যবস্থাপনা : সুশীল দাস ॥ প্রচারে : পিন্টু দত্ত ॥ দৃশ্যসজ্জা : ছেদী শর্মা ॥ বৈজু সরদার ॥ আলোক-সম্পাতে :
প্রভাস ভট্টাচার্য্য ॥ ভবরঞ্জন দাস ॥ সুভাষ ঘোষ ॥ তারাপদ মান্না ॥ রাম দাস ॥ সুনীল শর্মা।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

মিঃ বি, বি, ইঞ্জিনিয়ার (টিস্কো)॥ মিঃ ভি, পি, ইঞ্জিনীয়ার (টিস্কো)॥ মিঃ এ, এন, মুখার্জী (টিস্কো)॥ এইচ, পি, মিশ্র (টিস্কো)॥ জে, পি, কামাথ ॥ এন, আর, সেন ॥ গরুমাহিসানীর অধিবাসীবৃন্দ ॥ সমর ঘোষ ॥ কার্ত্তিক মণ্ডল ॥ প্রণব হালদার ॥

॥ টেকনীসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥ টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সৌজন্যে বহির্দৃশ্যাবলী গৃহীত ॥

অ্যাক্সিডেন্ট !

অভিশপ্ত পাথরের বুকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একমাত্র পুত্র বিনয়েন্দ্রর হাত ধরে চলে গেলেন সদ্যবিধবা সমরেন্দ্র কাঞ্জিলালের স্ত্রী।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে।.....

সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় এখন 'কড়িবাবু' নামে খ্যাত—আজ শুধু মহাজনই নন, পাহাড়ের মালিক ও। দুর্দান্ত তার প্রতাপ। অথচ যার সব আছে কিন্তু তবুও যেন কিছুই নেই। সারাক্ষণই সন্দেহের জাল বুনছেন নতুন ম্যানেজার বিনয়েন্দ্রকে কেন্দ্র করে। বিনয়েন্দ্র সে তো ভূতপূর্ব মালিক সমরেন্দ্র কাঞ্জিলালেরই পুত্র। শুধু সংশয় আর সন্দেহ। সন্দেহ হয় দীর্ঘ বাইশ বছর পরে ফিরে আসা বিদুষী স্ত্রী কুন্তলা, কন্যা-পুত্রদের দেখে, আনন্দও হয় বিজিত, সুজিত এবং জয়ন্তীকে দেখে। আতঙ্ক হয় কন্যা জয়ন্তীকে দেখে—একি সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির ফলাফল ?

কড়িবাবুর অতীত জানে বিনয়েন্দ্র। কোথায় সেই প্রতাপ, সেই তেজ, সেই উদ্যোগী কড়িবাবু? আজ সব পেয়েও যেন কেমন কুঁকড়ে গেছেন—হারিয়ে গেছেন। তাই পাহাড়ের সব কিছুই দেখছে এখন বিনয়েন্দ্র। ইদানীং একটু বেশী মুখর হয়ে উঠেছে নির্মম পাথরের বুকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জয়ন্তীকে পেয়ে।

সাঁওতাল সর্দার মুকুট বুড়ো আত্মহত্যা করলো যেন কড়িবাবুর অতীত জীবনের কলঙ্কের কথা জানাবার জন্য—সুযোগ বুঝে সুজিত-বিজিত-বিনয়েন্দ্রকে উপেক্ষা করে ব্যবসায় হাত দিলো; বিনয়েন্দ্র এখন নীরব কর্মী, নীরব দর্শক, ব্যবসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। শুধু শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর ব্যাপারে একটু বেশী সরব। · · ·

বিনয়েন্দ্রর শ্রমিক প্রীতি বিজিতের ভাল লাগে না—ভাল চোখে দেখেও না—শুধু তার ভাল লাগে যৌবনোচ্ছল সাঁওতাল কামিন ফুলাচিকে। দিনে দিনে এই ভালো লাগাটা প্রায় সকলেরই চোখে পড়ে। কড়িবাবু সব বোঝেন, সব জানেন অথচ ছেলের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো শক্তিও যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর এত সাধের ব্যবসা বুঝি সর্বনাশের পথে। সাহায্য চান বিনয়েন্দ্রর।

বিনয়েন্দ্র হেসে বলে—'এতো বড়ো ব্যবসা যদি বিজিতবাবু একাই তুলে দিতে পারেন তবে বিজিতবাবুকে শক্তিমান পুরুষ বলতে হবে।' কড়িবাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।

সুজিত একদিন চলে গেল বিলেত। এখন জয়ন্তীই কড়িবাবুর একমাত্র সম্বল। তিনি ক্রমশঃ সহজ, সরল হয়েছেন জয়ন্তীর কাছে। তাই জয়ন্তীর মনের খবরও কিছুটা জেনেছেন; জেনেছেন তাঁর দুই প্রিয়পাত্র বিনয়েন্দ্র-জয়ন্তী মনে মনে যেন কিসের এক স্বপ্ন রচে।

কিন্তু সব কিছুই একদিন গোলমাল হয়ে গেল বিজিতের কেলেঙ্কারীতে। ফুলাচী মেয়েটাকে কে যেন গুম করে ফেলে। সবারই সন্দেহ হয় বিজিতের ওপর। শ্রমিক গোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে—বিদ্রোহী হয়ে উঠে এই দাম্ভিক বর্বরতায়। নিরুপায় বিজিত শেষ পর্য্যন্ত জয়ন্তীর শরণাপন্ন হয়। জয়ন্তী বিনয়েন্দ্র এ ব্যাপারে কি বলে জানতে চায়। বিজিত একচালে কিস্তি মাত্ করতে চায়। শ্রমিক বিদ্রোহের জন্য সমস্ত দোষ বিনয়েন্দ্রর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ বলে জাহির করে এখান থেকে পালিয়ে যায়।

জয়ন্তীর মনে সন্দেহের বীজ ফুটে উঠে। তবে কি বিনয়েন্দ্র প্রতিশোধ নিতে চায়? চায় কি সে পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেতে? বিজিত, সুজিত, জয়ন্তীরা এখানে ফিরে আসাতে সব চাইতে ক্ষতি হচ্ছিল কার? বিজিত এবং সুজিতকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছে কে? তবে কি বিনয়েন্দ্র? একে একে হাজার প্রশ্ন জেগে ওঠে জয়ন্তীর মনে।

মালিকের চেয়ারে বসে জয়ন্তী বিনয়েন্দ্রকে ডেকে পাঠায়। হীন ষড়যন্ত্র আর নীচতার জন্য নিজের প্রিয়তমের বিচার আজ জয়ন্তী নিজেই করবে।·····

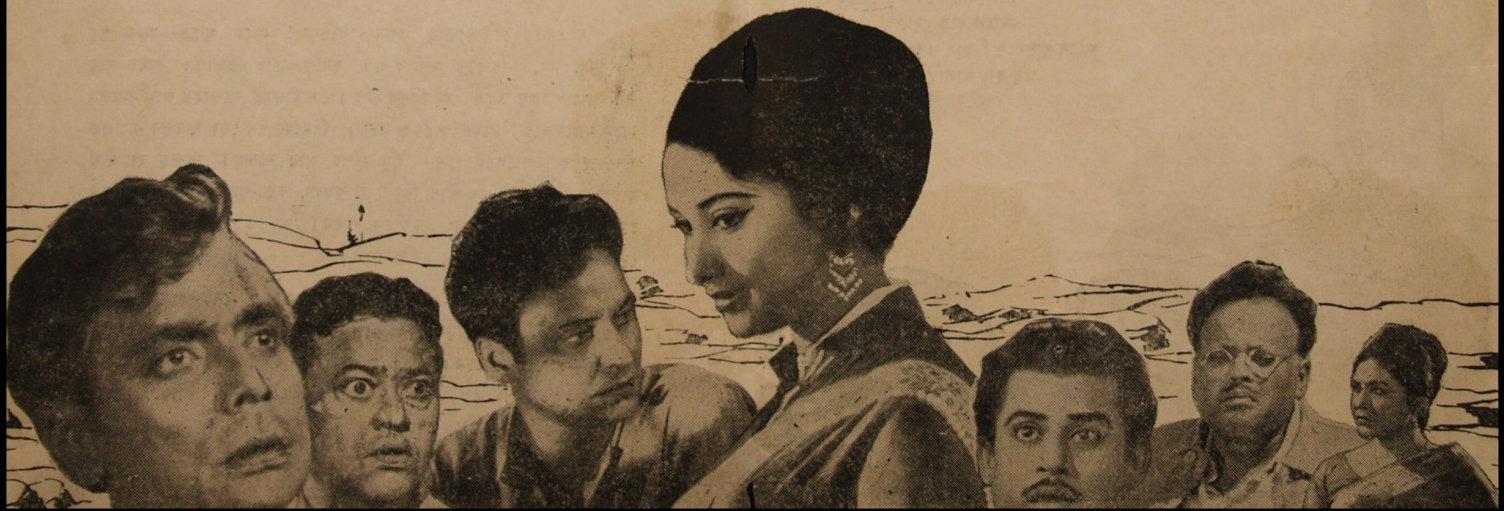

সঙ্গীত

(১)

সুষ্যি মামা! কেমন আছ ?
কোথায় তোমার বাড়ি ?
(তুমি) রোজ সকালে যাও বেড়াতে
হাঁকিয়ে সোনার গাড়ি ॥
ও ভোরের হাওয়া, আমি খেলার সাথী,
আয় দু'জনে দস্যি হয়ে
করব মাতামাতি।
মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে
শালবনে দিই পাড়ি ॥
সুষ্যি মামা!
ও পাহাড়-বুড়ো!
হালকা মেঘের কাঁথা দিয়ে গা'য়
নিত্যি কেন রোদ পোয়ানো
আকাশ-কিনারায় ?
ও মৌটুসী ফুল, মৌ এনেছিস নাকি ?
প্রজাপতির বন্ধু আমি
করছি ডাকাডাকি।
তোদের সাথেই ভাব যে আমার,
নেই কখনো আড়ি ॥

(২)

আমি যে বসে আছি পথ চেয়ে
ফাগুনেরি বেলা।
আপনারি মন নিয়ে মনে মনে খেলা ॥
ভাবি বারে বারে আমারি দুয়ারে
এলে তুমি এলে,
মোর অঙ্গে অঙ্গে চঞ্চল বাঁশী বাজে ;
মিছে হায়
তুমি বিনা মধু মেলা ॥
বেলা বয়ে যায় বলাকা পাখায়,
মোর মন-শবরী জাগে তোমারি আশায়
কত আকুলতা কত প্রিয়কথা
দোলে বুকে দোলে,
আসে পুষ্পগন্ধে বিহ্বল করা রাতি,
তবু হায় মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা ॥

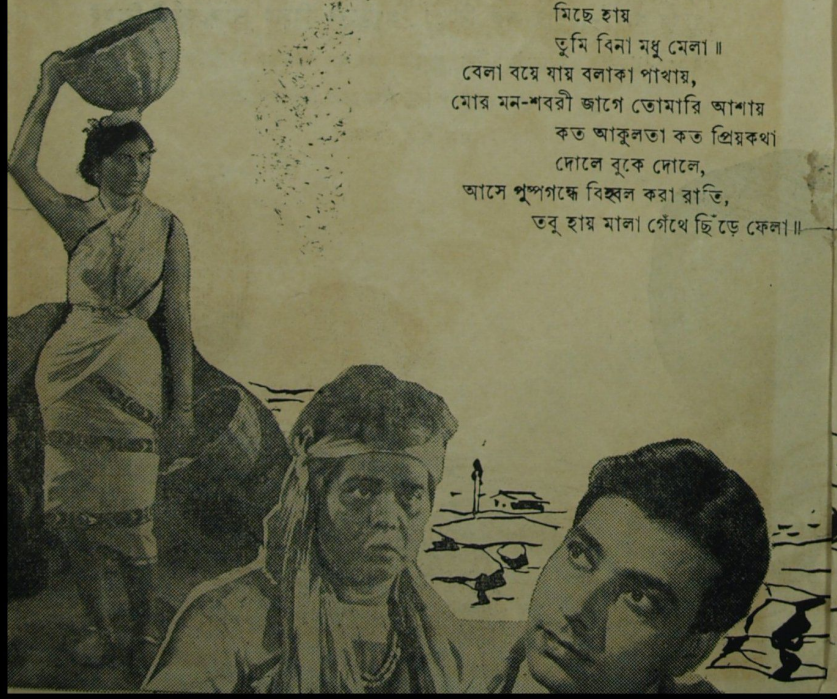

(৩)

নেশা লাগে পরাণে,
একি দারুন রাত এলো।
বেহুস মনের সোহাগে
ধরম সরম সব গেলো।
পাহাড়ীয়া মহুয়া কী বাস ছড়ালো ॥
বাঁধরে আমায় দরদিয়া
দরাজ বুকের মালা দিয়া।
মাতাল বাঁশী বাজায় রে ওই
ক্ষ্যাপা বাতাস এলোমেলো।
লাজুক মিতা তোকে ডাকি
পুষাব নাকি বুনো পাখী ?
রাঙা মনের তাপ নিয়ে
বিবশ হিয়ার সাধ হোল।
পাহাড়ীয়া মহুয়া কী বাস ছড়ালো ॥

ভূমিকায় ঃ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ সন্ধ্যা রায় ॥ বিকাশ রায় ॥ অনুপকুমার

তরুণ কুমার ॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জহর রায় ॥ দিলীপ রায় ॥ গীতালি রায় ॥ বনানী চৌধুরী ॥ গীতা দে ॥ অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অজন্তা কর ॥ সত্যেন রায় চৌধুরী ॥ সত্যরঞ্জন গোস্বামী ॥ শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা ॥ মিঃ এইচ, পি, মিশ্র ॥ মিঃ জি, পি, কামাথ ॥ গঙ্গাধর বারিক ॥ বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাঃ অরিন্দম ॥

বিশ্ব-পরিবেশনায় ঃ

এস, বি, ফিল্মস্

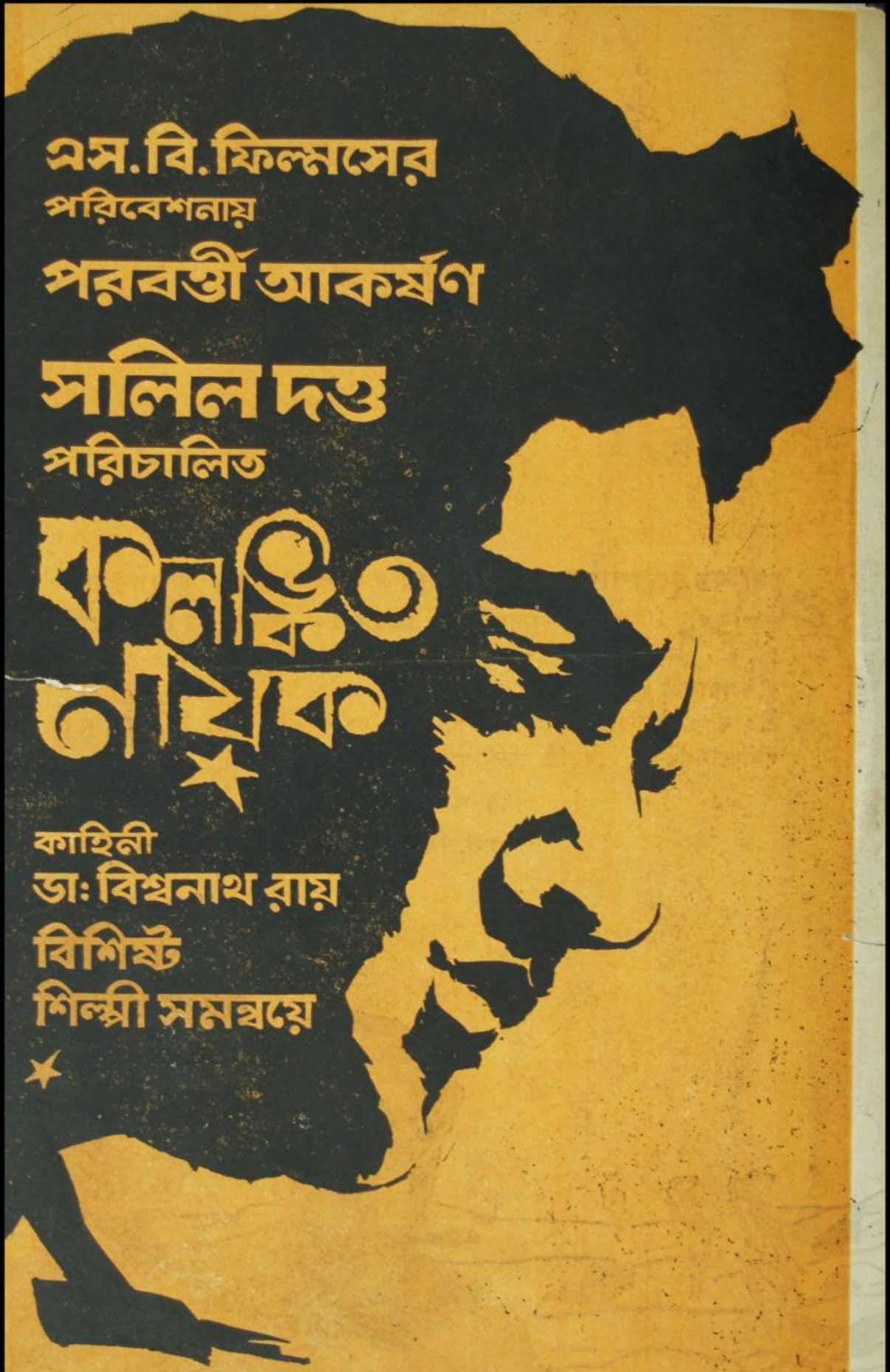

সুমুদ্রণ, ১০৪, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৯